বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

৪৯ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, সোমবার, ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২
Vol. 49, Issue No. 8, Monday, 23 February 2026

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬, মূল্য ২ টাকা

রেড বুক ডে

আজ ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক রেড বুক ডে উপলক্ষে সিপিআই(এম)-এর উদ্যোগে 'রেড বুক ডে' পালিত হলো জেলার সর্বত্র। বর্ধমান শহর-৩ এরিয়া কমিটি একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। বিষয় ছিল 'বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের

—এরপর পাঁচের পাতায়

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুপ্রেরণায়
রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দিবস উদ্‌যাপন
২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার : সাফল্য ও অগ্রগতি

- ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে-
  - i. ১৩.০৮ লক্ষ টন মাংস উৎপাদন করে দেশের সর্বোচ্চ মাংস উৎপাদনকারী রাজ্য হিসাবে প্রথম স্থান দখল করেছে
  - ii. ১৫৯৮.২০কোটি ডিম উৎপাদন করে দেশে চতুর্থ স্থান দখল করেছে। দেশের মোট ডিম উৎপাদনের ১০.৭২% পশ্চিমবঙ্গের অবদান
  - iii. রাজ্যের মোট ডিম উৎপাদনের প্রায় ৫৬% উৎপাদিত হয় মুক্তাঙ্গন পদ্ধতিতে। যাতে যুক্ত থাকে মূলত গ্রামীণ পরিবার ও স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর মহিলারা
  - iv. দুধ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩.৯৮%, যেখানে দেশের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩.৫৮%
- ২০১১ সাল থেকে এ যাবৎ মোট ৯.৬২ কোটি মুরগি ও হাঁসের বাচ্চা ৯৬.২ লক্ষ ব্যক্তি উপভোক্তা ও স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে
- রাজ্যের ১৭ টি জেলার ৪,২২৩ জন চাষি যুক্ত আছে 'ব্রয়লার ইন্টিগ্রেশান' প্রকল্পে। প্রত্যেক চাষি বছরে ৩৫ দিনের ৭ টি চক্রের জন্য আনুমানিক মোট ১ লাখ ২৭ হাজার টাকা আয় করেন
- দুয়ারে পশুচিকিৎসা — রাজ্যের ৩৪৪টি ব্লকেই চালু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ পশুচিকিৎসা ব্যবস্থা। এ ছাড়াও জরুরি প্রয়োজনে প্রাণী চিকিৎসার জন্য একটি 'কল-সেন্টার' ভিত্তিক 'টেলি-মেডিসিন' পরিষেবা চালু হয়েছে। '১৯৬২' নম্বরে নিখরচায় ফোন করে আপৎকালীন প্রাণী চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়
- 'বাংলার কালো ছাগল'-এর 'জিনগত' বৈশিষ্ট্যগুলির সংরক্ষণ, উৎপাদনশীলতা এবং প্রজনন সম্ভাবনা বৃদ্ধি, রোগমুক্ত ও উন্নত গুণমানসম্পন্ন এই প্রজাতির ছাগলের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দপ্তর ইতিমধ্যে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গোট ব্রিডিং পলিসি ২০২৩' সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে
- ৩০টি 'ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি' (এফপিসি) এবং ৫৮৮টি 'গোট ক্লাস্টার' স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৩৮,৪০০টি প্রান্তিক গ্রামীণ পরিবার উপকৃত হয়েছে
- কল্যাণী, মেখলিগঞ্জ, হরিণঘাটা, মালদা, পুরুলিয়া ও শালবনিতে মোট ৭টি 'বাণিজ্যিক পোল্ট্রি লেয়ার' খামার তৈরি করেছে। খামারগুলি প্রতিটি ৩ লাখ ডিম পাড়া মুরগি রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন। বর্তমানে এই খামারগুলি থেকে বছরে প্রায় ২৩.৪৬ কোটি ডিম উৎপাদিত হচ্ছে
- ২০১১ সাল থেকে ৬ কোটি কৃত্রিম প্রজনন-এর মাধ্যমে ২.৩৮ কোটি উন্নতমানের বাছুর জন্মগ্রহণ করেছে। এই ক্ষেত্রে স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পে যুক্ত আছেন প্রায় ১২,৫০০ জন প্রাণীবন্ধু, প্রাণীমিত্রা, প্রাণীসেবি, মৈত্রী ও অনান্য এ. আই. ওয়ার্কার। যাঁদের ইতিমধ্যে ৪২৬.৫০কোটি টাকা উৎসাহভাতা প্রদান করা হয়েছে
- দুগ্ধ-চাষিদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে 'বাংলার ডেয়ারি'-র অধীনে ৫৮১টি বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৩৩৬.২২ লক্ষ কেজি সংগৃহীত দুধ বাজারজাত করা হয়েছে এবং এই বাবদ ১৬৩কোটি টাকা দাম ও ভরতুকিস্বরূপ দুগ্ধ-চাষিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হয়েছে।
- 'বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড'-এর অধীনে নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ও দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়াতে একটি করে মোট ১০৫.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি 'ডেয়ারি প্লান্ট' তৈরি করা হয়েছে। 'বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড'-এর বর্তমানে দুধ উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১.২০ লাখ লিটার
- 'কিষান ক্রেডিট কার্ড-প্রাণী পালন (KCC-AH)' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় এক লক্ষ প্রাণীপালক প্রায় এক হাজার একশো কোটি টাকা 'কার্যকরী মূলধন ঋণ' (Working Capital loan) পেয়েছেন, যা প্রাণীসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে ও সেই সাথে গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ
- 'এন এল এম-ই ডি পি' এবং 'এ এইচ আই ডি এফ' প্রকল্পে এ যাবৎ ৬৮ টি প্রোজেক্ট-এ মোট ৭১৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে

বিনামূল্যে সমস্ত সরকারি পরিষেবা পেতে
নিকটবর্তী বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন
অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

R.O. Number /ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : .02.2026

নতুন চিঠি

২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গ

শেষ পর্বে এসে এস আই আর-কে কেন্দ্র করে এ রাজ্যে যেটা ঘটল তা সব বিচারেই অভূতপুর্ব। নিবিড় সংশোধনী নির্বিঘ্নে হলে রাজ্যের শাসকদলের ক্ষতি দু'টো। এক—ভুয়ো, মৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে এক ঝটকায় শাসকপক্ষের ভোট শতাংশ কমবে, কারণ এসব ভোট পড়ে না, করানো হয়। দুই, ভোটাধিকার রক্ষার নাম করে একটা রজনৈতিক ভাষ্য রচনা করতে পারলে, তার ডিভিডেন্ড শাসকদল তুলতে পারবে। তাই হানা দেন চুঁচুড়ার বিধায়ক, তাই ফরাক্কায় শুনানিকেন্দ্রে বিধায়কের নেতৃত্বে ভাঙচুর চালানো হয়, তাই দামি আইনজীবী উপস্থিত থাকলেও সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে হাজির হয়ে যান স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। অথচ এসব না করে রাজ্যের অফিসারদের সতর্কতার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করার স্বাধীনতা দিলে মানুষ অযথা আতঙ্কিত হতো না, অফিসাররা চাপমুক্ত হয়ে দক্ষতার সাথে ত্রুটিমুক্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশ করতে পারতো, যেমনটা হয়েছে অন্য রাজ্যে।

কিন্তু এ রাজ্যে তা হবার নয়। পাতাভরা বিজ্ঞাপনী ঢক্কানিনাদে যে রাজ্যের মানুষের মন ভিজছে না, তারা যে এই অপশাসন থেকে মুক্তি চাইছে এটা মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারছেন। নির্বাচন কমিশন তাঁর হয়ে খেলবে না, তাই এবারের ম্যাচ বের করা বেশ কঠিন হবে, এটাও তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, সংশোধনের নামে সামান্য অজুহাতে নাগরিকের ভোটাধিকার হরণ করা তো নিতান্তই গর্হিত। কিন্তু কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রমাণপত্র ছাড়া অন্য কিছুকে গ্রাহ্য না করার গোঁয়ার্তুমি এবং লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকায় লক্ষ লক্ষ নামকে চিহ্নিত করে কমিশন শাসকদলকে এস আই আর-এর মতো একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক মুদ্দা বানাতে সাহায্য করল। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মীবাহিনী নেই—তাদের দক্ষ কর্মী সরবরাহ করা রাজ্যের কাজ। সেক্ষেত্রে রাজ্যের অসহযোগিতা এবং অত্যধিক যন্ত্রনির্ভরতার ফলে টেগোর/ঠাকুর নামের পার্থক্য হাস্যকর লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে পরিণত করা হলো।

এই দ্বৈরথ থামাতে সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দিল তালিকায় বিতর্কিত নাম থাকবে কি থাকবে না তা স্থির করবে বিচার বিভাগীয় অফিসার। শ্যাম রাখি না কুল রাখি—নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকার এই দ্বিপক্ষীয় আনুগত্যের সংকটে অসহায় রাজ্যের আমলাদের এ রায়ে কিছুটা স্বস্তি হয়তো মিলল। কিন্তু আসলে এ হলো পরাজয়। জেলা শাসক, ই আর ও হিসেবে যে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাঁর কাছে সংবিধান প্রদত্ত, সে অধিকার আর রইল না। রাজ্য সরকারের অপদার্থতায় তারই অধীনে কর্মরত অফিসাররা ক্ষমতা হারালেন। এ এক বেনজির ঘটনা, আক্ষরিক অর্থেই প্রশাসনিক গাফিলতি'। সব জেনে বুঝেও শাসক দলের এর সাংসদ যখন এই রায়কে 'ঐতিহাসিক' বলে গলা ফাটান তখন নিজের নাক কেটে পরে যাত্রাভঙ্গ প্রবচনের কথা মনে পড়ে। আর নির্বাচন কমিশনও তার অপদার্থতার শাস্তি পেল—স্বাধীন ভারতে কোনো রাজ্যে এই প্রথম কে কিভাবে তথ্য যাচাই করবে, ক'দফায় চূড়ান্ত তালিকা বের হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার নির্বাচন কমিশনের হাতছাড়া হলো। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকঠাক কাজ না করলে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা বাড়তে বাধ্য। সংবিধানের নামে শপথ নিয়েও যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে না, তারা শুধু অপদার্থ নয়, অপরাধী হিসেবে বিবেচ্য।

এক হাঁড়ি, ছোট ফ্ল্যাটের শহরে জন্ম নিচ্ছে নতুন একান্নবর্তী পরিবার

অনির্বাণ রায় চৌধুরী

শহরের জীবনে আজ উঠোন প্রায় ইতিহাস। বাড়ির চারপাশে প্রাচীর উঠেছে, তার উপর জালের বেড়া। প্রত্যেকে নিজের ঘরে সুরক্ষিত, অথচ আলাদা। নিউক্লিয়ার জীবনের এই সুরক্ষিত একাকিত্বের মাঝেই বর্ধমান শহরের নীলপুর এলাকার শান্তিপাড়ায় ঘটছে এক ব্যতিক্রম। শহরে এখন উঠোন নেই।

উঠোন মানে আজ কেবল পুরনো দিনের একটি শব্দ—যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুপুরের রোদ, হাঁড়ির গন্ধ, বিকেলের গল্প আর সন্ধের আড্ডা। শহরের নতুন বাড়িগুলোতে উঠোনের জায়গায় এসেছে বারান্দা, বারান্দার জায়গায় জানলা, আর জানলার ওপাশে নেমে এসেছে নীরবতা। মানুষ কাছাকাছি থাকে ও আলাদা। ফ্ল্যাট ছোট হয়েছে, সম্পর্কও যেন তার সঙ্গেই সঙ্কুচিত হয়েছে।

এই শহুরে বাস্তবতার মধ্যেই বর্ধমান শহরের নীলপুর এলাকার শান্তিপাড়ায় ১০-১২টি পরিবার একসাথে মিলেমিশে সন্ধে নামলেই তৈরি হয় এক অন্য ছবি। খুব সাধারণ, খুব অনাড়ম্বর—কিন্তু গভীর অর্থবহ। কোনও সংগঠনের ব্যানার নেই, নেই সমাজসংস্কারের ঘোষণা। অথচ প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে গড়ে ওঠে এক নতুন একান্নবর্তী পরিবার।

শীতের মরশুমে শান্তিপাড়ার সন্ধেগুলো যেন একটু আলাদা করে থেমে থাকে। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে একে একে ভেঙে যায় উঠোনের বেড়া। কোথাও প্রাচীরের ফাঁক, কোথাও জালের বেড়া। সেই সব সীমারেখা পেরিয়ে মানুষজন এসে মিশে যায় পাড়ার এক রাস্তার মোড়ে। দিনের বেলা যে জায়গাটা কেবল রাস্তা, রাত নামলেই সেটাই হয়ে ওঠে সংসারের কেন্দ্র।

সেই মোড়ে বসে চুলো। আর চুলোয় চাপানো হয় একটাই হাঁড়ি। এই হাঁড়িতে কোনও এক বাড়ির রান্না হয় না। এই হাঁড়িতে মেশে অনেক বাড়ির চাল, ডাল, আলু, মুলো, তেল। কেউ টোটো চালিয়ে সারাদিন শহর চষে বেড়ান, কেউ ভ্যান ঠেলেন, কেউ দর্জির দোকানে বসেন, কেউ বা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। আলাদা আলাদা জীবিকা, আলাদা আলাদা ক্লান্তি। কিন্তু সন্ধের পর সেই আলাদা থাকা গলে গিয়ে মিশে যায় একই কেন্দ্রে।

প্রতিদিন কেউ নিজের ঘর থেকে কিছু না কিছু নিয়ে আসেন। কেউ চাল, কেউ ডাল, কেউ সবজি। কাঠের জ্বালানি জোগাড় করেন কেউ একজন। সঙ্গে থাকে প্রতিদিনের ছোট্ট চাঁদা—১০ কিংবা ২০ টাকা। এই সামান্য জিনিস মিলিয়েই তৈরি হয় রাতের রান্না।

খিচুড়ি ফুটতে থাকে ধীরে ধীরে। কোনওদিন ডিমের ঝোল, কোনওদিন আলুপোস্ত আর ডাল। রবিবার হলে হাঁড়িতে পড়ে মুরগির মাংস, তো কোনো সন্ধ্যেয় স্রেফ ঘুগনি। কাঠের আগুনে রান্নার ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে পাড়ায়। সেই গন্ধ যেন ডাক দেয়—খাওয়ার সময় হয়েছে, একসঙ্গে হওয়ার সময় হয়েছে।

রান্নার চারপাশে জমে ওঠে কথাবার্তা। দিনের রোজগারের হিসেব, কাজের অভাব, শরীর খারাপের খবর, সন্তানের পড়াশোনার দুশ্চিন্তা—সবই আসে এই হাঁড়ির পাশে। কেউ বেশি কথা বলেন, কেউ চুপ করে থাকেন। এই সংসারে চুপ থাকাও স্বাভাবিক।

পাত পাড়া হয় সেই রাস্তার মোড়েই। প্লাস্টিকের চেয়ার, কোথাও মাদুর। সবাই বসেন একসঙ্গে। কেউ দেরিতে এলে তার জন্য আলাদা করে রাখা থাকে। কেউ কম খান, কেউ একটু বেশি। এক হাঁড়ির খাবারেই ভাগ বসায় সবাই।

তবে এই সংসার নিখুঁত নয়। যেমন কোনও সংসারই হয় না।

মাঝে মাঝে এখানে তাল কাটে। কথার ভুল বোঝাবুঝি হয়। সারাদিনের ক্লান্তি হঠাৎ রাগ হয়ে বেরিয়ে আসে। কখনও দু'একদিন কেউ আর আসে না। সেই সন্ধ্যায় হাঁড়ির পাশে সদস্য সংখ্যা কমে যায়। পরিবারে যেন ভাটা নামে।

কিন্তু এই ভাটা স্থায়ী হয় নয়।

রাগ এখানে বেশি দিন থাকে না।

কিছুদিন পর আবার দেখা যায়, যে আসছিল না, সে চুপচাপ এসে বসেছে। কেউ আলাদা করে ডাক দেয় না, কেউ ক্ষমাও চায় না। হাঁড়ির পাশে জায়গা এমনিই তৈরি হয়ে যায়। অভিমান ভাঙে রান্নার ধোঁয়ায়, ভাগাভাগির থালায়। পরিবারে আবার জোয়ার আসে।

এই ওঠানামাই যেন নীলপুর শান্তিপাড়ার নিয়ম। কখনও ভাটা, কখনও জোয়ার। সদস্য সংখ্যা কমে, আবার বাড়ে। সবটাই ঘটে একই বাড়ির মানুষের মতো।

খাওয়া শেষে কেউ মোবাইল স্পিকারে গান চালান। আজও এখানে ভেসে আসে কুমার সানুর সুর। সেই সুরের সঙ্গে মিশে যায় কাঠের আগুনের শব্দ, থালা-বাসনের ঠোকাঠুকি, মানুষের নিঃশ্বাস। কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও শহরের তাড়া থেমে যায়। সমাজতত্ত্ব বলে—যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু শান্তিপাড়ার মানুষজন যেন কোনও তত্ত্ব না মেনেই দেখিয়ে দিচ্ছেন, যৌথ তা যা আসলে ভাঙে না। তার রূপ বদলায়। উঠোন না থাকলে রাস্তার মোড়ই হয়ে ওঠে উঠোন। আলাদা হাঁড়ি না থাকলে এক হাঁড়িই যথেষ্ট।

এই পরিবার রক্তের সম্পর্কের নয়। এই পরিবার গড়ে উঠেছে সহমর্মিতায়। এখানে আইন নেই, আছে অভ্যাস। হিসেব নেই, আছে ভরসা।

রাত গভীর হলে সবাই নিজের নিজের ঘরে ফেরেন। দরজা বন্ধ হয়। কিন্তু সম্পর্ক বন্ধ হয় না। পরের দিন আবার সন্ধে নামবে। আবার হাঁড়ি চাপবে। আবার কেউ আসবেন, কেউ হয়তো আসবেন না। আবার রাগ হবে, আবার ভাঙবে।

শান্তিপাড়ার এই অনামী একান্নবর্তী আমাদের মনে করিয়ে দেয়—পরিবার কোনও স্থায়ী কাঠামো নয়। পরিবার একটি চলমান সম্পর্ক। যেখানে ঝগড়া আছে, অভিমান আছে—আবার ফিরে আসার জায়গাও আছে। আর সেই ফিরে আসার জায়গাটাই হয়তো আজকের শহরের সবচেয়ে জরুরি ঠিকানা।

শহর আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে আলাদা থাকতে হয়, কিন্তু ভুলিয়ে দিয়েছে কীভাবে একসঙ্গে থাকা যায়। শান্তিপাড়ার এই এক হাঁড়ির সংসার কোনও নস্টালজিয়ার প্রদর্শনী নয়, কোনও সমাজসংস্কারের প্রকল্পও নয়। এটি প্রয়োজন থেকে জন্ম নেওয়া সহাবস্থানের এক নীরব অনুশীলন। মান অভিমান আসে—তবু রাগ স্থায়ী হয় না। এই অনামী উদ্যোগ মনে করিয়ে দেয়, পরিবার আসলে দেয়াল নয়, পরিবার একটি অভ্যাস। আর সেই অভ্যাসই হয়তো আজকের শহরের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

ভাষা ও রাজনীতি

মিনতি গোস্বামী

নিজের জন্মভূমি বা দেশ যেমন মানুষের অস্তিত্ব, তেমনি ভাষাও তার অস্তিত্ব। একটি জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে তার ভাষায়। বর্তমানে এই ভাষা নিয়েই মানুষ আমাদের দেশে উদ্বেগে আছে। ভাষা নিয়ে চলছে রাজনীতি।

ইংরেজরা প্রায় ২০০ বছর শাসন করে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু আমরা তাদের ভাষাকে ছাড়িনি। ক্রমাগত আঁকড়ে ধরেছি তাদের ভাষাকে। তর্কে নয়, কাজের নিরিখেই এখন আমাদের ইংরেজি ভাষা দরকার। কারণ ইংরেজি এখন অর্থ আহরণের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগেও আমরা বলতাম কিছু মানুষ ইংরেজি আঁকড়ে তাদের আভিজাত্য দেখায়। কিন্তু এখন আর তা বলতে পারি না। বিশেষত আমাদের রাজ্যে সরকারি শিক্ষা যত কোণ ঠাসা হয়ে যাচ্ছে, রাম-শ্যাম-যদু-মধুর দলও ইংরেজি স্কুলে ছুটছে। তাই ইংরেজি এখন দখল করছে বাংলা রাজ্য। তেমনি রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে হিন্দিও ক্রমশ কোণঠাসা করছে বাংলাকে। এই ষড়যন্ত্রেই আমরা ছোট থেকে শিখেছিলাম হিন্দি রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সেটা সর্বৈব মিথ্যা। আমাদের দেশে ২২টি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

একদিকে ইংরেজি ও অন্যদিকে হিন্দির দাপটে আম বাঙালি বিপন্ন। বাঙালি তার নিজের মাতৃভাষা উচ্চারণ করলেও সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। অবশ্যই এর জন্য বাঙালিরাও দায়ী।

বাঙালি একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই মেতে ওঠে, কিন্তু তারা তাদের পুরোনো বৈভব আর স্মৃতিকে ভুলতে বসেছে। ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকায় আন্দোলন করে বাঙালি ছাত্ররা। শাসক তখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা না ভেবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালাতে চায়। সেদিন পুলিশের গুলিবর্ষণে শুধু ভাষার জন্য রফিক জব্বর, শফিউর, সালাম, বরকতেরা প্রাণ দেয়। বাঙালি ভুলে গেছে ১৯৬১ সালের ১৯ মে ভারতের আসামের বরাক উপত্যকার ভাষার জন্য ১১ জন শহিদের আত্মত্যাগের ইতিহাস। ভাষার জন্য প্রথম নারী শহিদ কমলা ভট্টাচার্য, তাও ভুলে গেছে।

তেমনি ভুলে গেছে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত মানভূম (বর্তমান পুরুলিয়া) আন্দোলন। এটি ছিল বাংলাভাষী মানুষের মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে আন্দোলন। তৎকালীন বিহার সরকার কর্তৃক হিন্দী ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলেই পুরুলিয়াকে ১৯৫৬ সালে বাংলাভাষী জেলা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভাষার জন্য এই সুদৃশ্য ইতিহাস বাংলা সিলেবাসে কোথাও নেই।

বাংলার ছাত্ররা এসব নিয়ে চর্চাও করে না। জল, জমি, অর্থ নিয়ে যেমন রাজনীতি হয়, ভাষা নিয়েও রাজনীতি চলেছে, চলছে। সব ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতই ছিল রাজনীতি। বাঙালি এখন কোণঠাসা, তাই তার ভাষাও কোণঠাসা। উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মুম্বাই, পুণেতে পরিযায়ী শ্রমিক বাংলায় কথা বললে যেমন হেনস্থার শিকার হয়, প্রাণ দিতে হয়, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠের বাংলায়ও একই কার্যক্রম চলছে। এর পিছনেও রাজনীতি। গত আগস্টে শিয়ালদহ চত্বরে অবস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল হোস্টেলের এক ছাত্র রাতে একটি মোবাইলের কভার কিনতে দোকানে যায়। দোকানের মালিক হিন্দিভাষী। ছাত্রটি বাংলায় কথা বলায় তাকে রোহিঙ্গা বলে চড় থাপ্পর শুরু করে। দুর্গাপুরে গরু নিয়ে রাস্তায় হাঁটা ব্যাপারি বাংলায় কথা বলার জন্য তাকে আক্রমণ করা হয় বাংলাদেশী বলে। এক গভীর সংকটে বাঙালি। তার ভাষাও বিপন্ন।

কিন্তু আমরা জানি বাংলাদেশ, ভারত এবং আফ্রিকার সিয়েরা লিওনের পর বাংলা ভাষা অস্ট্রেলিয়ার সংসদে স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন বহির্বিশ্বের ৩০ টি দেশের প্রায় ১০০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু আছে বাংলা বিভাগ। সেখানে হাজার হাজার পড়ুয়া বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করছে ও গবেষণার কাজে যুক্ত আছে।।

তাই বাংলায় কবিতা বা গান লিখে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করা যাবে না। আমাদের রাজ্যে সরকারি কাজে বাংলা ভাষা চালু হোক এই দাবি নিয়ে মাঠে নামতে হবে। যে মা মাছ বিক্রি করে, মাঠে ধান কাটে, তাকে কেন ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংক কর্মীর হিন্দি কথা বুঝতে হবে সেই আন্দোলন করতে হবে। এই রাজ্যে চাকরি করলে তাকে বাংলা ভাষা শিখতে হবে এই আওয়াজ তুলতে হবে। বাংলায় প্রতিটি দোকানে সাইনবোর্ড বাংলায় লিখতে হবে, প্রতিটি স্টেশনে, প্রতিটি রাস্তার ফলকে বাংলা চাই দাবি হোক। সমবেত আন্দোলনে আমরা এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো।

একুশে ফেব্রুয়ারি এখন ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এর জন্য আমরা গর্বিত। প্রতিটি মানুষ এই দিন তার নিজের ভাষাকে মাতৃ দিবস হিসেবে পালন করতে পারবে। তাই আমরা যেমন নিজের ভাষার জন্য লড়াই করবো, তেমনই অন্য ভাষার প্রতিও আমরা সমান শ্রদ্ধাশীল হবো। এই কাজ করলেই রক্ষা পাবে সবার মাতৃভাষা।

বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

৪৯ বর্ষ ৮ সংখ্যা ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, সোমবার, ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২
Vol. 49, Issue No. 8, Monday, 23 February 2026

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬, মূল্য ২ টাকা

১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক নেতা কালিশঙ্কর পাল স্মারক বক্তৃতায় বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক তাপস চ্যাটার্জী, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সভাপতি বিশ্বরূপ মুখার্জী, দেবদুলাল ঠাকুর প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন তাপু চক্রবর্তী।

প্রযুক্তি ব্যবহারই বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান হলো মেধার ব্যবহার—ডাঃ অরুণ সিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ ফেব্রুয়ারি : শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির উদ্যোগে বর্ধমান টাউন হলে আজ এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অরুণ সিংহ ও ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী। আলোচ্য বিষয় ছিল ‘‘স্বাস্থ্য পরিষেবায় সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা—ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে’’। আলোচনা করতে গিয়ে প্রধান আলোচক অরুণ সিংহ বলেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অপেক্ষাও অতিরিক্ত প্রযুক্তির ব্যবহারে চিকিৎসা যেমন ব্যয়বহুল হচ্ছে তেমনই তার অপপ্রয়োগ ঘটছে। কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা-কে ব্যবসায় পরিণত করেছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে বিমা ব্যবস্থার তিনি সমালোচনা করেন। তিনি বলেন প্রকৃতির থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। কানায় কানায় পূর্ণ ছিল টাউন হলের দর্শক আসন। মানুষ ডাঃ সিংহের মূল্যবান বক্তব্য খুবই মনযোগে শোনেন। শহীদ শিব শংকর সেবা সমিতির সভাপতি ডাঃ তুষারকান্তি বটব্যাল স্বাগত ভাষণ দেন। সম্পাদক সম্বরণ প্রামাণিক ও ডাঃ দিব্যেন্দু রায় আলোচনা সভার শুরুতে সেবা সমিতির কার্যকলাপের একটি ছোট প্রেজেন্টেশন পরিবেশন করেন। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি খুবই প্রাণবন্ত হয়। বিষয় উপস্থাপন করেন ডা সুবর্ণ গোস্বামী। শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির পক্ষে অতিথিদের হাতে স্মারক তুলে দেন ধীরেন্দ্রনাথ সুর ও ‘স্বাস্থ্য ও মানুষ’ পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ গীষ্পতি চক্রবর্তী।

ক্ষোভ-বিক্ষোভে পুর বাজেট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান পৌরসভার ২০২৬-২৭ বর্ষের বাজেট পেশ করার সময় ভিতরে ও বাইরে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন পুরপতি পরেশচন্দ্র সরকার। পৌর বাজেট অধিবেশনের দিন সরগরম ছিল বর্ধমান পৌরসভা। সূত্রের খবর বৈঠকের শুরুতে কয়েকজন পৌর প্রতিনিধি পুরপ্রধানের কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একজনকে বলতে শোনা যায় ১১ কোটি টাকার রাস্তার কাজ হয়েছে বলা হচ্ছে, কোথায় কোথায় কোন কোন রাস্তার কাজ হয়েছে পুর প্রতিনিধিরা জানেন না। ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে কাজ হয়েছে মাত্র ৮টি ওয়ার্ডে। অভিযোগ, পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি অচল করে রাখা হয়েছে। ঝুরঝুরে পুলের কাছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি একটি হাসপাতাল। সেখানে প্রসব, ডায়ালেসিস সহ আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তা অকেজো করে রাখা হয়েছে। পুরপ্রধান বলেন, প্রচুর উন্নয়ন হচ্ছে, উন্নয়ন হবে।

পুরসভার বাজেট পেশের পরে সাংবাদিক বৈঠকে পুরপ্রধান, উপ পৌরপতি, বিধায়ক সহ অন্য পুরপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক বৈঠকে পুরপ্রধান জানান ২০২৬-২৭ সালের বর্ধমান পৌরসভার বাজেট ধার্য হয়েছে ২৯৬ কোটি টাকা। বাজেটে দাবি করা হয়েছে অম্রুত

—এরপর ছয়ের পাতায়

শহিদ প্রদীপ তা ও কমল গায়েন-এর স্মরণসভায় শমীক লাহিড়ী

আত্মবিশ্বাস নিয়ে লড়াই করে তৃণমূল-বিজেপির বাইনারিকে পরাস্ত করতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি : গত লোকসভা ভোটে বিজেপি ৪০০ আসনের স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু বিরোধীরা ইন্ডিয়া জোট গড়ে লড়েছিল বলেই গেরুয়া শিবির সংখ্যাগরিষ্ঠতাও পায়নি। এই জোটের কান্ডারী ছিলেন একজন কমিউনিস্ট নেতা সীতারাম ইয়েচুরি। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যদি আমরা লড়াই করি তাহলে তৃণমূল-বিজেপির বাইনারিকে পরাস্ত করবোই। ২২ ফেব্রুয়ারি দেওয়ানদিঘীর প্রীতিলতা সভাকক্ষে দুই শহিদ সিপিআই(এম) নেতা প্রদীপ তা ও কমল গায়েন'র স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে একথা বলেছেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও গণশক্তির সম্পাদক শমীক লাহিড়ী।

'বিভাজন-ঘৃণা-অপশাসনের বিরুদ্ধে বিকল্পের সংগ্রাম তীব্র করো' শীর্ষক আলোচনাসভায় শমীক লাহিড়ী বলেছছেন, বামফ্রন্টের সময়ে এই রাজ্যে একটি পঞ্চায়েতেও জিততে পারেনি বিজেপি কিন্তু তৃণমূলের ১৫ বছরে ১৮টি লোকসভা আসনে গেরুয়া শিবিরের হাতে তুলে দিয়েছে শাসকদল। খাল কেটে কুমির এনেছেন মমতা ব্যানার্জি। তৃণমূল-বিজেপি এই বাইনারি ও ঘৃণার রাজনীতিতে খুন হয়েছেন প্রদীপ তা ও কমল গায়েন। এর বিরুদ্ধে নতুন বাংলা গড়তে চাইছি আমরা। তিনি বলেন, বামফ্রন্টের সময়ে

—এরপর ছয়ের পাতায়

মাতৃভাষা উচ্চারিত হলো জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, জনবাদী লেখক সংঘ ও পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ, বর্ধমান শহর কমিটির উদ্যোগে ভাষাশহিদ স্মরণ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হল বর্ধমান উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে। একুশে ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন আলোচনা করেণ ড অনন্য ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন জেলার সভাপতি অরুণ মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন ড. সুকৃতি ঘোষাল, ড. দেবেশ ঠাকুর ড. কৃষ্ণা মুখার্জী, অরুণাভ চক্রবর্তী, কুশল দে প্রমুখ। শহরের বাচিক শিল্পী, কবিও সংগীত শিল্পীবৃন্দ আবৃত্তি, কবিতা পাঠ ও সংগীতের মধ্যে দিয়ে ভাষাশহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এদিন জেলা তথ্য সংস্কৃতির দফতর, বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ সহ বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে ভাষাশহিদ দিবস পালিত হয়।

এদিন জনবাদী লেখক সংঘ পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে মহাকবি সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা' জন্মদিন ও ভাষাশহিদ দিবস পালন করা হয়। এদিন বর্ধমান নেহরু বিদ্যা মন্দির হাইস্কুল প্রাঙ্গনে মহাকবির আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও ভাষাশহিদ স্মরণ করা হয়। মাল্যদান করেন এস আই অফ স্কুল

—এরপর পাঁচের পাতায়

ডাঃ গৌতম চ্যাটার্জী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমানের খ্যাতনামা সার্জন এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ডাঃ গৌতম চ্যাটার্জী (৭৬) ২২ ফেব্রুয়ারি দুপুর ৩টা ৫ মিনিটে কলকাতার একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৭৫ সালে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন থেকে সার্জারিতে এমএস সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে তিনি বর্ধমান মেডিকেল কলেজে শিক্ষক-চিকিৎসক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। শুধু একজন দক্ষ সার্জন ও শিক্ষক হিসেবেই নন, ডা. চ্যাটার্জী ছিলেন একজন অসামান্য মঞ্চ অভিনেতা, সঙ্গীতশিল্পী এবং বাচিক শিল্পী। ডাঃ গৌতম চ্যাটার্জির স্ত্রী ছিলেন প্রয়াতা ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনীতা চৌধুরী। ত্বকরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কিংশুক চ্যাটার্জি তাঁর পুত্র।

জয়েন্টে প্রথম ভাতারের কুন্তল চৌধুরী

বিদ্যুৎ ভৌমিক : এবারের সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় জেলার ভাতার ব্লকের কুন্তল চৌধুরী। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে এ রাজ্যের সম্মান বাড়িয়ে প্রথম স্থান দখল করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলো। গত বৎসরে সে সাফল্য তুলে আনতে সমর্থ হয়নি। তাই চলতি বছরে চ্যালেঞ্জ নিয়ে সাফল্য জিতে নিল। সে জানিয়েছে, মাধ্যমিক দিয়েই জয়েন্টে বসার ইচ্ছে জেগেছিল। সেই থেকে তার ইচ্ছে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। তার প্রস্তুতি পর্বের সূচনা তখন থেকেই। দিনে ৯-১০ ঘন্টা পড়তাম। কুন্তলের বাবা

—এরপর পাঁচের পাতায়

দাম নেই পেঁয়াজের, বিপাকে কৃষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২০ ফেব্রুয়ারি : শীতকালীন পেঁয়াজ উঠতে শুরু করেছে, কিন্তু দাম পাচ্ছেন না কৃষকরা। এক বিঘা জমিতে এবার ৮০-৮৫ মন পেঁয়াজ ফলিয়েও লাভ দেখতে পাচ্ছেন না তারা। কারণ গত বছর যে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছিল ৭০০ টাকা মন এবার সেই পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩২০ টাকা মন। শিল্প কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা শিল্পপতিদের হাতে থাকলেও, কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা কৃষকদের হাতে নেই। তাই কৃষিতে লাভ হচ্ছে না কৃষকদের। এমনই দাবি করেছেন অভিজ্ঞ কৃষকরা। পূর্বস্থলী-১ নম্বর ব্লকের নপাড়ার কৃষক কিংশুক তা জানান—এবছর এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে খরচ হয়েছে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। উৎপাদিত পেঁয়াজ বিক্রি করে চাষের কোনরকমে খরচটা উঠছে, আবার কারো কারো লোকসানও হচ্ছে। এই এলাকায় পেঁয়াজ চাষ হয় কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী কালনা মহকুমার পাঁচ ব্লকে ৪, ৭৩০ হেক্টর জমিতে। শীতকালীন সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। ব্লক অনুযায়ী-- কালনা-১ এক হাজার দুশো হেক্টর, কালনা-২ সাতশো হেক্টর, পূর্বস্থলী-১ এক হাজার ছয়শ হেক্টর, পূর্বস্থলী-২ এক হাজার আশি হেক্টর এবং মন্তেশ্বরে দেড়শ হেক্টর জমিতে। কালনার এক কৃষি আধিকারিক জানান, এবছর আবহাওয়ার চাষের পক্ষে অনুকূল থাকায় পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উৎপাদিত ফসলের দাম সেভাবে কৃষকরা পাচ্ছেন না।

‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’-এর প্রেক্ষাপট ও আমাদের করণীয়

শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

বেগম সুফিয়া কামালের ভাষায়—‘অমর একুশে অজেয় হয়েছে/বাংলা ভাষা রক্তে মিশে।’

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে যে ঐতিহাসিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তাতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সালাউদ্দিন সহ অনেকেই শহিদ হয়েছিলেন। ওইসব তরুণের খুনের রক্তাঞ্জলি বুকে নিয়ে আজ সগৌরবে মহিয়সী বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা লাভের শর্ত হিসাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের পশ্চিমী শাসকরা ভালো করেই জানতো যে, বাংলা ভাষাই বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দুকে এক সূত্রে গেঁথে রাখতে পারে। তাই শুরু থেকেই বাংলা ভাষাকে অপাংক্তেয় করার উদ্দেশ্যে নানা অপকৌশল চালাতে থাকে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীদের বর্জন করার অপচেষ্টা চালানো হয়। তার বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে গণপরিষদের ভিতরে ও বাইরে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। যার চরম রূপ পায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শ্লোগান ওঠে—‘‘বাংলা ভাষার রাষ্ট্র চাই, রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা চাই।’’

তাই ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির রক্তপাত কোনো বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ঘটনা নয়। এর মধ্যেই একাধারে পশ্চিম পাকিস্তানীয় শাসকের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। এইভাবে দীর্ঘ আন্দোলন-এর ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা পাকিস্তানের প্রধানতম রাষ্ট্রভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। এই দেশের মানুষ শুধু ভাষাকে ভালোবেসে আন্দোলন করেনি, ওই আন্দোলনের পিছনে ছিল ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধ। তাই এই আন্দোলনের ঐতিহ্য প্রমাণ করে, যে মানুষের কাছে ধর্মের চেয়ে জাতি বড় এবং তার চেয়েও বড় নিজ মাতৃভাষা। এই ভাষা আন্দোলন শুধু বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রচনা করেছে তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে স্বাধীনতাকামী করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধের বিনিময়ে ২৪ ডিসেম্বর জন্ম হয় বাংলাদেশের।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে আসামে বহু বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষ বাস করা সত্ত্বেও ১৯৬০ সালে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত করে যে অসমীয়া ভাষা হবে আসামের প্রশাসনের একমাত্র ভাষা। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাছাড় জেলার বরাক উপত্যকার শিলচরে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের বছরে বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন চরম রূপ নেয়। এই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন একজন মহিলা (কমলা ভট্টাচার্য) সহ ১১ জন। এই আন্দোলনেরও প্রেরণা ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলন।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অসংখ্য জাতি গোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। বিশ্ব সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে প্রায় ছয় হাজার থেকে সাত হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। ওই সমীক্ষায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে বর্তমান শতাব্দীতে এর প্রায় ৯০ শতাংশেরও বেশি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ বর্তমানে ভাষার সংখ্যা যাই হোক না কেন, বিশ্ববাসীর ৯৫ শতাংশ মানুষ মাত্র ১০টি ভাষায় কথা বলে।

তাই এই ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকাকে সামনে রেখে ‘বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিক’ (Mother Language Lover of the world) নামে একটি বহুজাতিক ভাষা প্রেমিক গ্রুপ ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি আন্নানের কাছে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসাবে ঘোষণা করার আবেদন জানান। এই আবেদনকে সম্মান জানিয়ে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে সকল সদস্যরাষ্ট্র সর্বসম্মতভাবে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যার আসল উদ্দেশ্য হলো সকল মাতৃভাষার প্রতি মর্যাদা ও স্বীকৃতি। তাই আজ শুধু বাংলা ভাষার জন্য বাঙালি নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে এই দিনটি নিজ নিজ মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান জানানোর দিন। আমাদের গর্বের বিষয় হলো সেই ভাষাগুলির মধ্যে একটি হলো বাংলা ভাষা। সারা বিশ্বের প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৪জনের মাতৃভাষা এই বাংলা। এই ভাষায় রচিত ‘গীতাঞ্জলি’ নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। এই ভাষায় রচিত সঙ্গীত ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। ইউনেস্কোর সমীক্ষা থেকে এও জানা যায় যে সারা বিশ্বের সমস্ত ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাই হলো সবচেয়ে মাধুর্যমণ্ডিত। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসাবে ঘোষিত হওয়া আমাদের কাছে অবশ্যই গৌরব ও আনন্দের কিন্তু তার থেকেও বেশি দায়িত্ব ও কর্তব্যের।

বিশ্বের প্রতিটি ভাষার উপভাষা থাকে, বাংলা ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। উপভাষার মধ্যে যে রূপটিতে সাহিত্য রচিত হয় সেটিকে মান্য ভাষা বা প্রমিত বাংলা বলে। বাংলার বিভিন্ন অংশে প্রচলিত উপভাষার সঙ্গে প্রমিত বাংলার যে প্রাথমিক অমিল তার ভিত্তি হচ্ছে আঞ্চলিকতা ও রক্ষণশীলতা। বর্তমানে নিজেদের আত্মবিকাশের তারণায় অনেকে মাতৃভাষা ত্যাগ করে অন্য ভাষাকে নতুন করে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বাংলা ভাষার মূল স্রোত যে আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে। ঐতিহাসিক কারণেই উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমাঞ্চলের বাংলা ভাষার মানুষ ও সমাজ সেই গতিশীল পরিস্থিতির অংশীদার হতে পারেনি। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের আসা ও কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদির সূত্রে দক্ষিণবঙ্গের ভাষা রূপই সাহিত্যচর্চা ও প্রমিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভাষাকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন অংশে নানা ধরনের বিতর্ক উঠে আসছে। ভাষা বিকাশের স্বাভাবিক গতিধারাকে বিপদগামী করতে সক্রিয় হয়েছে রাষ্ট্রশক্তি। রাষ্ট্রের শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটছে রাষ্ট্রের আচরণে। ধর্ম, জাতি ও ভাষাকে কেন্দ্র করে মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে। কথ্য ভাষা ও উপভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার ভিত্তিতে আলাদা রাজ্য গঠনের আন্দোলন-এর উদাহরণ। অপরদিকে হিন্দি ভাষার উপভাষা ভোজপুরি মৈথিলী প্রভৃতি সাহিত্য রচিত হচ্ছে, চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে। এই উপভাষাগুলি হিন্দিকে শক্তিশালী করছে। তার জন্য স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দাবি করতে হয়নি। তেমনি বাংলার উপভাষাগুলি যদি চর্চার মধ্যে থাকে ও বিকশিত হয়, তাহলেই শক্তিশালী হবে বাংলা ভাষা।

যে বাংলা ভাষার আবেগ ধর্মীয় অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে নতুন রাষ্ট্রগঠনে সক্ষম হয়েছে। সেই ভাষা আজ নিজের অভ্যন্তর থেকেই আক্রান্ত হচ্ছে। এই সর্বনাশা প্রবণতার বিরুদ্ধে মাতৃভাষা ও উপভাষা সম্পর্কে সচেতন করার মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা রক্ষা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় ভাষা বিকৃতির এই অপচেষ্টা রোধ করে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করাই আজকের সময়ের ‘আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস’-এর শপথ হোক। কারণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়— ‘‘সাহিত্য মানুষের নিজেরই অন্তরতম পরিচয় দেয় নিজের অগোচরে, যেমন পরিচয় দেয় ফুল তার গন্ধে, নক্ষত্র তার আলোকে।’’

তাই সমাজ কল্যাণে লোকশিক্ষা, চিত্ত শুদ্ধি বা মানবমুক্তির জন্য মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিকে উৎসাহিত করতে হবে। তাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে দেশে দেশে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন, গবেষণা, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে অঙ্গীকারের বাণী ধ্বনিত হোক, অন্যের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীলতার মানসিকতার উন্মেষ হোক, সমগ্র বিশ্ববাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হোক—‘‘নিঃসংকোচে / মস্তক তুলতে দাও/অনন্ত আকাশে / মুক্তির বাতাসে।’’

মাতৃভাষার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বাসর

দেবেশ ঠাকুর

প্রেমে এবং খিস্তিতে রোজ বামুন কায়েত কামার চাষা
পরম সমাদরে জপেন প্রীতির রসে মাতৃভাষা

অনেক সত্য অনেক মিথ্যে মিথ্ হয়েছে যে প্রত্যাশায়
অনুদানের মহান কীর্তি উদ্ভাসিত কীর্তিনাশায়

বাংলা ভাষার অস্মিতা যা শুকিয়ে গেছে নবান্নতে
শেক্ষপির ও মোক্ষমুলর বাংলা চষেন মুলোর খেতে

দেড়শো খানা বাংলা বইয়ের স্তূপের নিচে রবীন্দ্রনাথ
অল্প দিনেই রেকর্ড ভেঙে মুহ্যমানের জীর্ণ বরাত

তবুও হাসি তবুও কাঁদি মাতৃভাষায় প্রথা মাফিক
হুমকি নাকি চাপড়ানো পিঠ বুঝছি কি ছাই কোনটা বেঠিক

এতো ঘৃণা এতো হুমকি শকুন খেলে হাড়ের পাশা
দিপু চন্দ্রের নাভিপদ্মে জেগে উঠবে বাংলা ভাষা?

ভাষাহীনের কথা

অশোক অধিকারী

শুধু তোমাকেই বলতে চাই; এই
রক্ত অশ্রুর বহমানতা একা আমার
নয়। তবু যে কথা বলতে চাই
তার পাশে শোয়ানো শরীর বৃক্ষ মন।
ভাষা কি ভাত দেয়! নইলে এই পরিযায়ী
যুগল কেন খোঁজে বর্ণ পরিচয়।
‘আমি বাংলায় গান গাই’ এখন আর
অত সহজপাঠ নয়। ভাটিয়ালি সওদাগর
তারও কাছে সুরের নৈঋত অশ্রু।
আমি তো আজও দেখি বরকত সালাম
রোজ বিছানা হাতড়ায় একুশের সকালে,
তারা নয় বর্ণ চোরা; বাংলা কাঙাল।

ফুটপাতের কবিতা

উদয় চাঁদ ঘোষাল

বহু কল্পনা-প্রবণ শিল্পীর স্বপ্নতে
সৌখিন মাতৃত্বের ছবি মিথ্যে করে দিয়ে
পড়ে রয় শবদেহটা ফুটপাতে।
অনেক মানুষের রক্তমাখা এই ফুটপাতে।

কত মানুষ উঁকি দিয়ে যায় চলে।
কেউ কেউ নাক কুঁচকে,
সামাজিকতা জাহির করতে বলে
‘ও তো একটা বাজারে মেয়ে’!

‘বাজারে মেয়ে—
বাজারে মেয়ে’!!
শব্দটা কানে বাজে ঝংকার দিয়ে।
শবদেহটা পড়ে রয় ফুটপাতের কানাচে
গোধূলির রক্তমাখা নিয়ে পড়া সূর্যের নীচে
সিঁথিতে নেই সিঁদুর, হাতে নেই শাঁখা।
সমাজের চোখে
চরিত্রে ওরা কালিমা মাখা।

দিন শেষে বিষণ্ণ আলোয়,
কষ বেয়ে কালো রক্ত গড়ায়।
কালো মেঘে ঢাকা নিমীলিত তারায়,
পৃথিবীর বুকে, অমাবস্যার অন্ধকারে, কান্নায়
ওর অতৃপ্ত আত্মা বিদ্রূপ করে যায়
সমাজকে, তোমায়, আমায়!
সমাজের আনাচে কানাচে মুষ্টিমেয় পুরুষ পিশাচ,
হায়েনার অট্টহাসি হাসে হায়।
ঠিক সেই মুহূর্তে,
পাশে খেলতে থাকা অবুঝ শিশু,
‘কলকাতার যীশু’,
হামা দিয়ে দুর্বল পায়ে হাতে,
মাকে ছুঁয়ে চিৎকার করে কান্নাতে;
হয়তো খিদের জ্বালায়!
যামিনী রায়—
তোমার স্বপ্ন-মাখা মায়ের ছবি কোথায়?
মাভৈ! সভ্য সমাজ,
আরো কাঁদো লজ্জায়!

অমর একুশে

মৌসুমী মুখার্জি (ভট্টাচার্য)

সীমানা মানি না, রক্তে রাঙানো পথ,
একুশের ভোরে আজও বারুদের দিন,
দুই বাংলা আজও যেন এক সুরে
বাজাবে, বাজবে হৃদয়ে অগ্নিবীণ।

গঙ্গা পদ্মা একই স্রোতেরই নাম,
এমন সত্য সহজে ভোলানো যায়?
শাহবাগ আজও লড়াইয়ের ময়দান,
এ লড়াই জানে বাংলাভাষীর দায়।

একুশের ভোর পলাশ আবিরে সেজে
শহীদ মিনারে পায়ে পায়ে এসে মেশে।
রফিক সালাম বরকত জব্বর
দাঁড়ায় আজও যে শহিদ লড়াকু বেশে।

তুমি জেনেছিলে একুশে ফেব্রুয়ারি
মাতৃভাষাও মায়েরই সম্মান।
ভাষা শহিদের রক্তে রাঙানো দিন
ফেব্রুয়ারির একুশের অবদান।

একুশের দুপুর

তপোময় ঘোষ

ফেব্রুয়ারির একুশ
মাতৃভাষা রাষ্ট্র ভাষা প্রতিষ্ঠার এক মূলত
বিকাশ
একুশের দুপুর
আমাদের বাবলা গ্রাম আজো ভাসে,
বরকতের আত্মজন
আমা, খালু, ফুফুর।
একুশের দুপুর
দুই বাঙলার আলপথে হাটে
রুনুঝুনু বাংলা ভাষার নূপুর
একুশের দুপুর
মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে
আবৃত্তি র প্রথম পুরস্কার
পাড়ার মিষ্টি মেয়ে রুপুর
একুশের দুপুর
শিমুল পলাশ খুনে রাঙায় বন উপবন
নিজের কলজে করে উপুড়।

হৃদয় জুড়ে একুশ

বিবেকানন্দ চক্রবর্তী

আমি ব্যাকরণ জানিনা
জানিনা সরসঙ্গতি অপিনিহিতি
সন্ধি অথবা বিচ্ছেদ
শুধু জানি অক্ষরের সঙ্গে অক্ষর জুড়ে
সৃষ্টি হয় হৃদয়ের সবচেয়ে আবেগ জড়ানো শব্দ ‘মা’
তৈরি হয় প্রাণাধিক প্রিয় দুটি নাম—
রবীন্দ্রনাথ-নজরুল;
আমার পরম ভালোবাসার শব্দ ভারতবর্ষ
এইভাবে অক্ষরের সাথে অক্ষর গেঁথে
যে মালা তৈরি হয় তা দিয়ে
বেঁধে ফেলা যায় বিশ্বকে—ভালোবাসা দিয়ে
আর এই ভুবনজয়ী অক্ষরের
নিটোল বুনোটেই রচিত হয়
ভাষা দিবসের কালজয়ী মহাকাব্য
‘অমর একুশে’

২১শে ফেব্রুয়ারি

লক্ষ্মণ দাস ঠাকুরা

আজ বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ কপালে
চারিধারে লালা ঝরা লোভ থোকা থোকা
চেটে নেয় সময় আহ্লাদে ও বিষাদে
তবুও শৃগালি ক্ষুধা রাত জাগে।
অনুষ্ঠানে অনুকম্পায়
অথবা বশ্যতা বিপন্নতায়
অতৃপ্তির মোচড় মন্থনে
আচম্বিতে ডেকে উঠি ‘মা’
তখন মড়ক চৈতন্যে জাগে
২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
শুনতে পাই—
রফিক সালাম জব্বর বরকতের
বুলেট বিদ্ধ রুধির সিক্ত কম্পিত ঠোঁট
আজও বলে চলেছে ‘‘বাংলা আমার
মায়ের ভাষা, বাংলাকেই চাই।’’

রেড বুক ডে

—প্রথম পাতার পর

সংগ্রামে পার্টি কর্মীদের দায়িত্ব'। বক্তা সিপিআই(এম) জেলা কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম। কৃষকসভার জেলা সভাকক্ষে। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আলোচনা সভার শুরুতে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। আজকের সভাপতি ছিলেন বর্ধমান শহর-৩ এরিয়া কমিটির সম্পাদক কাজল রায়। আজকের দিনে ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ইস্তাহার প্রথম প্রকাশ হয়। তাই পৃথিবী ব্যাপী আজকের দিনটি রেড বুক ডে হিসেবে পালন করে।

বর্ধমান শহর ১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত রেড বুক ডে উপলক্ষে আলোচনা সভার প্রধান বক্তা ছিলেন অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ে। প্রণব বটব্যাল স্মৃতির ট্রাস্ট ভবনে ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক অতনু হুই।

মাতৃভাষা উচ্চারিত হলো

—তিনের পাতার পর

শতাব্দী দত্ত, স্কুলের প্রধান শিক্ষক গণেশ কুমার রাজদেব, জনবাদী লেখক সংঘের বর্ধমান শহর শাখার আহবায়ক অসীত চক্রবর্তী, আসলম খান প্রমুখ। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত হয়। সংচালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক দিনেশ ঝা।

পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদীতে মাল্যদান, মাতৃভাষার তাৎপর্য ব্যাখ্যা, আদিবাসী নৃত্য, ঝুমুর নৃত্য, লোকগীতি, লালনগীতি, আদিবাসী গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে মধুপুর গ্রামে ভাষা দিবস পালিত হয়। উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কাজল রায়। মাতৃভাষার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার সাহা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ সম্পাদক সুমন্ত মুণ্ডারী।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কালনা শহর শাখা ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের যৌথ উদ্যোগে অমর একুশ-এর আহ্বান ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। আবৃত্তি ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, স্থানীয় কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ, সমবেত সংগীত নৃত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ভাতার শাখা এবং বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি ভাতার শাখার যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হলো। সভাপতিত্ব করেন শাখা গঠনের সভানেত্রী আবেদা বেগম চৌধুরী। ছিলেন সরোজ সাহা ও শিবশঙ্কর চ্যাটার্জী। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রজিৎ হাজরা। কাটোয়া মেমারি, গুসকরা, রায়না-১, খণ্ডঘোষ ও বর্ধমান সদরে মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে।

জয়েন্টে প্রথম

—তিনের পাতার পর

সঞ্জীব চৌধুরী প্রাইমারির শিক্ষক। তিনি জানান যে, ছেলের সাফল্যে আমরা সবাই ভীষণ গর্বিত। আমার আশেপাশের প্রতিবেশীরাও স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত। খুশি রাজ্যবাসীও। সর্বভারতীয় জয়েন্টে ছেলে যে একেবারে টপার হবে, এটা আমরা কল্পনা করতে পারিনি। কুন্তলের মা বাসন্তী চৌধুরী হাইস্কুলের শিক্ষিকা।

জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ ফেব্রুয়ারি : ৭২তম সিনিয়র জাতীয় পুরুষ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর জন্য বাংলার দল ঘোষণা করা হয়। এই চ্যাম্পিয়নশিপের খেলাটি আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে গুজরাটের বরদায়। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি বাংলা দল গুজরাটের দিকে রওনা দেবে। বলে জানা গেছে। এই দলের কোচ হয়েছেন শেখ হাবিব এবং ম্যানেজার ইমরান খান।

বর্ণমালা

মনামী ঘোষ

আমার কিছু বর্ণ ছিল বর্ণপরিচয়ে
হয়নি কোনও বাক্য তারা
শিক্ষাভবন যেদিন সারা
খোঁপায় হাঁসের পালক গুঁজে
ব্যাকরণ আর অর্থ খুঁজে
শেষে হতাশ হয়ে
বর্ণ আমার ফ্যাকাসে হয় বর্ণপরিচয়ে
তারপরে কোন স্বপ্ন এসে
ছন্দে বাক্যে কথায় মেশে
কবিতাকে রাজার বেশে
অন্তরে পাই অবশেষে
ছুঁয়েছি প্রত্যয়ে
বর্ণ আমার রঙবাকসো
বর্ণপরিচয়ে
রাখবো তারে বুকের তলে
মুছবো ধোব চোখের জলে
বনফুলের মালা দিয়ে
বাঁধবো হিয়ে হিয়ে
যাপনে তন্ময়ে
বর্ণ আমার পেখম মেলে বর্ণপরিচয়ে।

সঙ্ঘবদ্ধ

কুশল দে

এক সময় তো থামতেই হতো
লড়াইয়ের ময়দানে
একা একা যুদ্ধ করা যায় না
তাই থেমে গেলাম
বুঝলাম
নীল আকাশে মেঘের মতো
আর ভেসে থাকা নয়—
সং—ঘবদ্ধ হওয়ার সময়
এখন।

দ্রোহ

সৌমেন্দ্র

শান্ত-শীতল পৃথিবীর কানাকানি শুনি একা,
অনুর্বর হৃদয়ের গভীরে অভিমান বাস করে।
কবুতরের ডাক সকালের কুয়াশায় মেশে,
নিতান্ত প্রাণের কাছে ফিরি এইসব ভালোবেসে।

দেহ-ভাসান মেঘরাজি এখন কোথায়?
মন খারাপ ঢেকে রাখে ছিন্ন চাদরের উষ্ণতায়।
পারিতোষিক নিশ্বাসে বিষণ্ণ মহামারির বিষ!
এর চেয়েও সাংঘাতিক নিরন্ন মানুষের ক্ষীণ নালিশ!

অন্নকণার বিনিময়ে নাগরিকত্ব থেকে
রাষ্ট্র তার নিবিড় দায়িত্বের হাত গুটিয়ে নিচ্ছে।
বেঁচে থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টায়
মূল ধারার মিডিয়া বদল হলেও
কাতুকুতু দেয় খ্যাংরা সময়।
কতদিন ভুলে থাকবে দুঃস্বপ্ন ও বর্তমান বাস্তবতা?
নিয়ন্ত্রণহীন হুজুগে কতকাল মাতাবে মায়া-মন?
বেলা বয়ে যায়, উনুন জ্বালাবে কখন?

গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : জেলখানা মোড় বর্ধামান রেসিডেন্সির কমিউনিটি হলে ২২ ফেব্রুয়ারি এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে 'স্মৃতির পটে জীবনের কথা' বইটির লোকার্পণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। লেখক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক অশোক কুমার হুই। ছয় দশক আগে দক্ষিণ দামোদরের প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মে কোন সামাজিক প্রতিকূলতার সঙ্গে তাঁকে লড়াই করে তাঁকে শিক্ষার্জন করতে হয়েছিল তা উঠে এসেছে তাঁর এই

আত্মজৈবনিক রচনায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র-ছাত্রী, পরিবার পরিজন ও সহ-আবাসিকরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হুই-এর প্রথম ব্যাচের ছাত্র দেবেশ ঠাকুর।

জেলা জুড়ে রক্তদানের নানান অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী ১৭ ফেব্রুয়ারি : পুলওয়ামার ৪০ জন শহিদ স্মরণে গলসী সারদা বিদ্যাপীঠ সন্নিকট নেতাজী স্ট্যাচুর সামনে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয় ডিওয়াইএফআই গলসী-২ লোকাল কমিটির উদ্যোগে। রক্তদান শিবিরে ২৮ জন রক্তদাতা ৪জন যুবতী সহ উৎসাহের সাথে রক্ত দিলেন ক্যামরি ব্লাড সেন্টারকে।

শহিদ প্রদীপ তা ও কমল গায়েন স্মরণে ১৭ ফেব্রুয়ারি ডিওয়াইএফআই বর্ধমান সদর-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে দেওয়ানদিঘিতে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটিতেও রক্তদান হয়েছে ২২ ফেব্রুয়ারি।

মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই, ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এবং মেমারি-১ লোকাল কমিটির উদ্যোগে দেহুড়া গ্রামে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৫ জন মহিলা সহ মোট ৩০ জন রক্তদান করেন। ভাষা শহিদদের স্মরণে সমুদ্রগড় স্টেশন রোডে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডিওয়াইএফআই পূর্বস্থলী-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ৯ জন মহিলা সহ ৭২ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করে।

আত্মবিশ্বাস নিয়ে লড়াই

—তিনের পাতার পর

স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছিল ওরা মন্দির ও মসজিদ তৈরি করছে। ২০১১ সালে ১৩ টাকা কেজি চাল ছিল এখন ৬৫ টাকা কেজি চাল। কৃষক কি এর জন্য বাড়তি মূল্য পাচ্ছে? দালাল, ফড়েরা লুট করছে। রাজ্যে ৮ হাজার স্কুল বন্ধ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। এই সব নিয়ে আলোচনা হবে না?

বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। এদিন শুরুতেই শহিদ দুই নেতার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা শমীক লাহিড়ী, আভাস রায়চৌধুরী, সৈয়দ হোসেন, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পরিবারের পক্ষে চিত্রলেখা তা, পৃথা তা, প্রবীর তা, চিত্রা তা প্রমুখ। যে দেওয়ান দিঘীর মাটিতে এদিন ১৫তম শহীদ দিবস পালিত হয়েছে তা লাল পতাকায় সেজে উঠেছিল। ১৪ বছর আগে ঠিক ২২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে দিনের বেলায় তৃণমূলের ঘাতক বাহিনী দুই নেতাকে খুন করে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহবুব আলম।

ফর্ম-৪, রুল-৮

নতুন চিঠি পত্রিকার প্রকাশ সম্পর্কিত ঘোষণা

১। প্রকাশের স্থান	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: বর্ধমান ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১০১
২। প্রকাশের ব্যবধান	:	সাপ্তাহিক
৩। মুদ্রাকরের নাম	:	ফজলুল বারি মিদ্দা
জাতীয়তা	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	১১ জে বি মিত্র রোড পো: বর্ধমান ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০৪
৪। প্রকাশকের নাম	:	দিনেশ ঝা
জাতীয়তা	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১
৫। সম্পাদকের নাম	:	জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
জাতীয়তা	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১
৬। স্বত্বাধিকারী	:	নতুন চিঠি ট্রাস্ট ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন পো: ও জেলা - পূর্ব বর্ধমান, সূচক-৭১৩১০১

আমি দিনেশ ঝা ঘোষণা করছি যে উপরে দেওয়া তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ স্বা: দিনেশ ঝা

বাহান্নবর্তী (৩১)

রত্না রশীদ

বয়েস বাড়লেই যে মানুষ পরিণত হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি এমনই যে কারোরই অপরিণত ব্যবহার, কি অবস্থিতি সমাজ সহ্য করে না। ছেলের বুড়োমি যদি বা হেসে উড়িয়ে দেয়, বুড়োর ছেলেমি সব সময়েই বিদ্রুপের কেন্দ্র। অথচ প্রায়শঃই দেখা যায় যাদের আমরা তথাকথিত বড়ো বলে জানি ও মানি, তারা অবিবেচক অর্বাচীন কাজ করে বসে। এবং যেহেতু তারা 'বড়ো'র তক্‌মা পেয়ে বসে আছে, তাদের অন্ধ সমর্থকও বেশ কিছু জুটে যায়। তখন টাগ অফ ওয়ার এর দড়ি টানাটানি। যার জোর বেশি সে যদি দড়িটি নিজের দিকে গুটিয়ে নিতে পারলো, তো জিতে গেল। এ জেতার যে সবসময় নৈতিকতার জোর থাকবে, এমনটা আদপেই নয়। গায়ের জোর, সংখ্যার জোর অনেক সময়েই অনৈতিকই হয়ে থাকে। এই জোরাজোরির খেলায়, বর্তমানের আগুনে সময়ে, দৈত্যশক্তি ছলে বলে কৌশলে জয় ছিনিয়ে নেয়। সে কারণেই এখন 'জয়' বলতেই উচ্ছ্বসিত হতে পরি না। সিউডো জয়--এর পেছনের নোংরা খেলা স্পষ্ট আলোর মতোই সবারই চোখে পড়ছে। আগেকার কালের মতো কষ্টকর অনুসন্ধানের আর প্রয়োজন পড়ে না।

'মাল'-এর চেয়ে বাটখারা বেশি হয়ে গেল। বক্তব্যের চেয়ে ভূমিকা লম্বা চওড়া। বস্তুতঃ সোজা কথা সোজা ভাবে বললে যেন কানেই তুলছে না কেউ। বলছি, রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা। রাজ্য তথা দেশ জুড়ে যে রাজনৈতিক অত্যাচারী দানবদের দমন-পীড়ন-দাপাদাপি। অধিকাংশ মানুষের চোখেই পড়ছে না সঠিক ন্যায়নিষ্ঠ নৈতিক রাজনীতির বার্তাগুলি। নাকি চোখে পড়লেও এড়িয়ে যেতে শিখেছে মানুষ টাকা, আংশিক চাকরি, ঘুষ ইত্যাদির প্রলোভনে, সেটাও কিন্তু অপ্রকাশ্য নেই আর। টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনা গণতন্ত্র যেমন বিষাক্ত জনগণ প্রসব করে, এই দেশ ও রাজ্যটার হাল হয়েছে তেমনই। ন্যায়, নীতি, মানবিকতা যদি না-ই রইলো, তবে সভ্য জনপদের রইলোটা কি? হারা কিংবা জেতা— তো পরের ব্যাপার, অন্ততঃ চিন্তায় চেতনায় তো লড়াকু দলগুলো মোটামুটি একটা প্রায় সমান প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াক। এ যেন হয়েছে এক অসম্ভবের চাওয়া। এখন মনে হয়, এটাই শুভবুদ্ধি মানুষের ভাবনা হওয়া প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক ও নৈতিককতায় পুষ্ট রাজনৈতিক দলটিকে বেছে নিতে যেন আদপেই ভুল না করে বসি। চকচক করলেই সোনা হয় না।

(চলবে)

অষ্টাদশ রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব ৭ মার্চ বর্ধমান এবিটিএ হলে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট কবি অরবিন্দ সরকার, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিত্ব কৌশিক লাহিড়ী, সাহিত্যিক রত্না রশীদ, নট ও নাট্যকার দেবেশ ঠাকুর প্রমুখ।

ক্ষোভ-বিক্ষোভে পুর বাজেট

—তিনের পাতার পর

প্রকল্পের জলের কাজ ৯৬ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী বছর সর্বত্র পানীয় জল সরবরাহ শুরু হবে। বর্ধমান শহরে ৩৫টি ওয়ার্ডের রাস্তা ও নিকাশির জন্য ১১ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। ১১২টি কমিউনিটি শৌচাগারের সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। ৮২টি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। আরও ৪০টি কমিউনিটি শৌচালয় তৈরি করা হবে। আধাসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বকেয়া আদায়ের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনের সময় বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। তাঁদের বেতন খুবই কম। পুরপ্রধান তাঁদের দাবি নিয়ে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

WANTED

A Khosbagan and Railway Station Bardhaman, based Medicine House Wanted Fresh, Energectic & Smart Youth for Medicine Shop. Qualification: Eligiblity of Reading & Writing English. Call or Contact for Details : 9993785850 on any Working Day during Working Hours.

প্রাচীন মূর্তি উদ্ধার মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ২০ ফেব্রুয়ারি : মেমারির দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়র গ্রামে ভেবো নামে একটি পুকুরে খনন কার্য চলাকালীন পাওয়া যায় একটি মূর্তি। বহু প্রাচীন এই মূর্তিটি বিষ্ণু মূর্তি বলেই মনে করছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা মূর্তিটি সযত্নে তুলে পরিষ্কার করে একটি মন্দিরে রেখে দেন। মূর্তি উদ্ধারের খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ এদিন সকালে বড়র গ্রামে পৌঁছায়। এরপর স্থানীয় একটি আশ্রমের গাড়ি করে মূর্তিটিকে নিয়ে আসা হয় মেমারি থানায়। পুলিশের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগে।

প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রতিনিধিরা এদিন বিকেল ৩টা নাগাদ মেমারি থানায় আসেন এবং মেমারি থানার বড়বাবু প্রীতম বিশ্বাস সমস্ত প্রক্রিয়া মেনে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। এই প্রাচীন মূর্তিটি বিষ্ণুর পাথরের মূর্তি। আনুমানিক ৮০০/৯০০ বছরের পুরাতন।

ঘনিষ্ঠ সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম)-এর কালনা-১ এরিয়া কমিটির এলাকার দরদী মদন পালের (৮০) ২০ ফেব্রুয়ারি জীবনাবসান হয়েছে। মৃতদেহে সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে রক্ত পতাকা ও পুষ্প স্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান কুতুবুদ্দিন শেখ, কাশী পাল, প্রবীর ভৌমিক, অসীম চক্রবর্তী, হালিম শেখ, জরিনা বেগম, বিপুল মণ্ডল প্রমুখ। মৃত্যুকালে এক ছেলে ও এক মেয়ে বর্তমান। তার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য সুকুল শিকদার।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২১ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম) মেমারি-১ পূর্ব এরিয়া কমিটির গন্তার-১ শাখার সদস্য বাসুদেব ক্ষেত্রপাল (৬৪) গতকাল ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। বর্তমানে গন্তার গ্রামের বাসিন্দা। ১৯৯৭ সালে দলের সদস্য পদ অর্জন করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকার কর্মী- সমর্থক সহ সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে চলে আসেন। তাঁর মরদেহে লাল পতাকা নিবেদন করে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। দুই পুত্র, কন্যা, স্ত্রী সহ নাতি-নাতনীরা বর্তমান।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ ফেব্রুয়ারি : সিপিআই(এম)-এর মন্তেশ্বর এরিয়া কমিটির পিপলন শাখার অন্তর্গত জুগ্রাম-এর সিপিআই(এম) সদস্য দিলীপ ঘোষ (৭৪)-এর জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে স্ত্রী এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা ও কর্মীরা। তার মরদেহে লাল পতাকা ও ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান ধনঞ্জয় সামন্ত; ওসমান গনি সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নবদ্বীপ শ্মশান ঘাটে তার শেষকৃত্য সমাধা হয়।

CHANGE OF NAME

I, Samar Kumar Rej S/o Sushanta Rej ,Vll+ P.O. Kubajpur P.S. Bhatar Dist. Purba Bardhaman, now resided at Bhatchhala, P.O. Sripally Burdwan-713103 by an affidavit before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 18th February 2026 hereby declare that my actual name is Samar Kumar Rej S/O Sushanta Kumar Rej which is recorded in different documents. In some documents my name is recorded as Samar Kumar Rej S/o Sushanta Rej, and in my driving license as Samar Rej S/o S. Rej. Samar Kumar Rej S/o Sushanta Rej, Samar Kumar Rej S/o Sushanta Kumar Rej, Samar Rej S/o S. Rej is one & same identical person.

PROPERTY SALE

In the Heart of the Bardhaman city, G.T. Road Auto Engineering factory with 75 years Good Will , 6 Katha Land, building, Imported Machineries, Building is for sale. 1 minute distance from Bardhaman station. What's app 6297170730

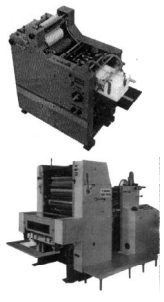

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-